দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 02 APR 1989 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

১১

৮

শিক্ষাঙ্গন

সুনামগঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

জীবনের প্রতি মুহূর্তে কিছু না কিছু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। হাদিছে বলা হয়েছে— জ্ঞানার্জন কর দোলনা থেকে করব পর্যন্ত এবং একথাও বলা হয়েছে যে, একজন মূর্খ লোকের প্রার্থনার চেয়ে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির ঘুম উত্তম।

অশিক্ষা সকল কর্মকাণ্ডের অন্তরায়। শিক্ষাকে বাদ দিয়ে পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের কোন উন্নতি আশা করা যায় না। বাংলাদেশ অন্যতম জনসংখ্যাবহুল একটি উন্নয়নশীল দেশ। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এ দেশের মানুষ অশিক্ষার কারণে আজ বঞ্চিত হচ্ছে কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের সুফল থেকে। তাই প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমাদের সবচেয়ে বেশী। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা হলো উচ্চতর শিক্ষার পূর্বশর্ত। এই শিক্ষা সমাপ্ত করার পর একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে উচ্চতর শিক্ষার তাগিদ সৃষ্টি হয়। উন্নয়নের স্বার্থে একজন কৃষক ও ক্ষেতমজুরের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। কিন্তু সুনামগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। জেলার সিংহভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ৭০ ভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার পর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। এর কারণের মধ্যে চরম দারিদ্র্য, বিদ্যালয় গৃহের অভাব, শিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণের অভাব অন্যতম। অনেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের গাদাগাদি করে ক্লাস করতে হয়। জায়গার অভাবে অনেক ছাত্র-ছাত্রী ক্লাস করতে পারে না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় যেমন অসুবিধা হয়, তেমনি শিক্ষকেরাও ক্লাস নিতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। সুনামগঞ্জ জেলায় সর্বমোট ৮শ' ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে সরকারী ৭২৬টি ও বেসরকারী ১১২টি। সারা জেলায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৮০ হাজার। সাম্প্রতিক বন্যায় প্রায় ৩শ'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এসব বিদ্যালয় মেরামতের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলোর চাল নেই, বেড়া নেই, আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়গুলো মেরামত না করার ফলে স্কুলগৃহের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ছে। অথচ কর্তৃপক্ষ এদিকে কোন দৃষ্টি দিচ্ছেন না। এ ছাড়াও সারা জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক, টিও, এটিও পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। এসব শূন্যপদ পূরণ করার জন্য কর্তৃপক্ষ কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না বলে জানা গেছে। এর ফলে সুনামগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ছে। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় লেখাপড়ার কোন পরিবেশ নেই। বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নেই। শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ একটু লক্ষ্য করলেই এ ধরনের অসুবিধা অনেকাংশে দূর করতে পারেন। ইদানিং গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন সংস্থার বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। যদি এই কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করি তবে আশা করা যেতে পারে যে, অনতিবিলম্বে আমরা প্রত্যাশিত সুফল পাব। আর তাহলেই প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পথ সুনিশ্চিত হবে বলে আশা রাখি।

—মোঃ শাহজাহান কবির।